সমাজকল্যাণ বার্তা

সমাজসেবা অধিদফতরের মাসিক মুখপত্র

রেজি নং : ৭৩/৭৬ | বর্ষ ৯ সংখ্যা ২ | মার্চ ২০১৭

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৮তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭ উদযাপন করা হয় ৯৮ পাউন্ডের কেক কেটে

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৮তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭

সমাজসেবা অধিদফতরে পালিত হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৮তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদফতর স্মরণকালের সেরা প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

১৭ মার্চ সকাল ১০:৩০টায় সমাজসেবা অধিদফতর প্রাঙ্গণে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৮তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস' লেখা বিভিন্ন রঙের বেলুন উড়িয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি দিবসের শুভসূচনা করেন।

কেক কাটছেন শিশুদের সাথে প্রধান অতিথি

সমাজসেবা অধিদফতর মিলনায়তনে প্রধান অতিথি শিশুদের সাথে নিয়ে ৯৮ পাউন্ডের কেক কাটেন। এরপর শুরু হয় আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আলোচনা অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ জিল্লার রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থার বিভিন্ন সোপানের কর্মকর্তাগণ এবং কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ। সমাজসেবা অধিদফতরের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) মোঃ মুখলেসুর রহমান; উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও সভাপতি, বাংলাদেশ সমাজসেবা অফিসার্স এসোসিয়েশন মোঃ ইকবাল হোসেন খান; অধ্যক্ষ, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী ও মহাসচিব বাংলাদেশ সমাজসেবা অফিসার্স এসোসিয়েশন মোঃ সাফায়েত হোসেন তালুকদার; মহাসচিব, বাংলাদেশ সমাজসেবা কর্মচারী কল্যাণ সমিতি মোঃ আসাদুজ্জামান খান প্রমুখব্যক্তিবর্গ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ওপর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন মোহাম্মদ আছাদুজ্জামান, সমাজসেবা অফিসার (প্রতিষ্ঠান), মোঃ ছাইদুর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা এবং মোঃ শাহ কামাল চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সমাজসেবা কর্মচারী কল্যাণ সমিতি।

অন্য পাতায়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৮তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭ ২

৪র্থ জাতীয় এবং ১২তম বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস ৩

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ৪

স্বরচিত কবিতা ৪

উত্তাল মার্চ

সতেরোর গল্প

বিধবা ভাতার প্রচলন, শেখ হাসিনারই প্রবর্তন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৮তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭

বাহারি রঙের বেলুন উড়িয়ে দিবসের শুভসূচনা

আলোচনা অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সরকারি শিশু পরিবার, ছোটমণি নিবাস, শেখ রাসেল দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, পিএইচটি সেন্টার, সরকারি বাক্-শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র ও সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং স্কার প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ১১ (এগারো) টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে যথাযথ মর্যাদায় ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৮তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭ উদযাপিত হয়।

প্রতিষ্ঠানসমূহের শিশুরা ১৭ মার্চ প্রথম প্রহরে (১৬ মার্চ ২০১৭ তারিখ দিবাগত রাত ১২.০১ মিনিটে) কেক কেটে দিবস উদযাপন সূচনা করে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান কেক কাটার ক্ষণটির ভিডিও সমাজসেবা অধিদফতরের ফেসবুক গ্রুপে লাইভ প্রচার করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস উপলক্ষে আবাসিক প্রতিষ্ঠানের নিবাসিদের নিম্নবর্ণিত মেন্যু অনুযায়ী ৩ (তিন) বেলা উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয় ।

সকাল	দুপুর	রাত
লুচি, আলুর দম ও সন্দেশ।	পোলাও, বেগুন ভাজি, মুরগীর রোষ্ট ও গরুর মাংসের ভুনা।	সাদা ভাত, গরুর মাংস, ডাল।

এদিন প্রতিষ্ঠানগুলিতে অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে ছিল দোয়া মাহফিল আয়োজন। সকালে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারবর্গের জন্য দোয়া করা হয়। জাতির পিতার জন্মদিবস অর্থবহ করতে "শিশু থেকে বঙ্গবন্ধু" শিরোনামে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রচনায় শিশুরা ১ ঘন্টা সময়ে এবং ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) শব্দের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের জীবনের নানাদিক তুলে ধরে।

১৭ মার্চ জাতির পিতার কর্ম ও জীবনের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। আমাদের শিশুরা এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, তাদের কোমল হৃদয়ে বঙ্গবন্ধুকে ধারণ করার সুযোগ পায়। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। শিশুদের পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা "অসমাপ্ত আত্মজীবনী"; ২য় পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রচিত "শেখ মুজিব আমার পিতা" এবং ৩য় পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয় শহীদ জননী জাহানারা ইমাম রচিত "একাত্তরের দিনগুলি" বইটি। পুরস্কার বিতরণ শেষে আয়োজন করা হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মদিবস এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদফতরে দোয়া প্রার্থনায় শিশু পরিবারের নিবাসী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

৪র্থ জাতীয় এবং ১২তম বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস

২১ মার্চ। বাংলাদেশে ৪র্থ ও বিশ্বে ৯ম বারের মতো পালিত হচ্ছে বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় হলো 'আমাদের কণ্ঠস্বর, আমাদের সমাজে, সরকারের সব কাজে, ডাউন সিনড্রোমকে রাখবে পাশে।'

ডাউন সিনড্রোম কোনো রোগ নয়, বরং এটি আমাদের শরীরের জেনেটিক পার্থক্য এবং ক্রোমজমের একটি বিশেষ অবস্থা। মানবদেহের ২১তম ক্রোমোজোম জোড়ায় অতিরিক্ত একটি ক্রোমোজোমের উপস্থিতির কারণে এটি হয়ে থাকে। এর ফলে মৃদু বা গুরুতর মাত্রার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা, দুর্বল পেশীক্ষমতা, খর্বাকৃতি ও মঙ্গোলয়েড মুখাকৃতি পরিলক্ষিত হয়। গর্ভাবস্থায় শিশুর শরীরের কোষ বিভাজনের সময় সংঘটিত হয়, যা জন্মগতভাবে একটি অতিরিক্ত ক্রোমজম প্রতিটি দেহকোষের ক্রোমজমে অবস্থান করে। সাধারণত ৩৫ বছরের পর থেকে গর্ভধারণে এর ঝুঁকি বাড়তে পারে, তবে কম বয়সী মায়েদের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় মাত্রায় ডাউন সিনড্রোম শিশু জন্ম নিচ্ছে। তবে বিভিন্ন পরিচর্যা ও চিকিৎসার মাধ্যমে শারীরিক সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। উপযুক্ত পরিবেশ ও বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে বড় করতে পারলে ডাউন শিশুরা কর্মক্ষম হয়ে অর্থবহ জীবনযাপন করতে পারে।

ব্রিটিশ চিকিৎসক জন ল্যাঙ্গডন ডাউন ১৮৬৬ সালে শিশুদের এই সমস্যা চিহ্নিত করেন বলে তার নামানুসারে 'ডাউন সিনড্রোম' কথাটি প্রচলিত হয়। ২০০৬ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী দিনটি পালিত হয়ে আসছে। ডাউন শিশুরা সাধারণত আমাদের সমাজে প্রতিবন্ধী শিশু হিসেবে বেঁচে থাকে। তবে সঠিক যত্ন নিলে শিশুরা অন্য স্বাভাবিক শিশুদের মতো পড়ালেখা করতে পারে ও উচ্চ শিক্ষিত হয়ে পেশাগত জীবনেও সফল হতে পারে। সঠিক যত্ন, পুষ্টিকর খাবার, স্পিচ ও ল্যাংগুয়েজ এবং ফিজিক্যাল থেরাপির মাধ্যমে ডাউন সিনড্রোম শিশু স্বাভাবিক শিশুর মতো পড়ালেখা করে স্বনির্ভর হতে পারে।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ডাউন শিশুরা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশে ডাউন সিনড্রোম দিবস উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদফতর ডাউন শিশু নিয়ে র‍্যালি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ঃ সকাল ৯:০০ ঘটিকায় ডাউন সিনড্রোম শিশুদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা পরিচালনায় ছিলেন সমাজসেবা অধিদফতরের পরিচালক (কার্যক্রম) আবু মোহাম্মদ ইউসুফ।

র‍্যালি ঃ দিবসের দিন সকাল ১০:০০ ঘটিকায় র‍্যালী উদ্বোধন করেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ জিলার রহমান। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনা সভা ঃ সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় আলোচনা সভা শুরু হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়। আলোচনা সভায় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি প্রধান অতিথি এবং অধ্যাপক ডাঃ শাহীন আখতার, প্রকল্প পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরোডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (ইপনা), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবা অধিদফতর এর পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), এ কে এম খায়রুল আলম। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ডাউন সিনড্রোম এসোসিয়েশনের মহাসচিব ডাঃ অজন্তা রাণী সাহা। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম এর মহাসচিব ড. সেলিনা আক্তার। আলোচনা অনুষ্ঠানে কী-নোট পেপার উপস্থাপন করেন অধাপক ডাঃ মেসবাহ উদ্দীন আহমেদ, সভাপতি, বাংলাদেশ ডাউন সিনড্রোম এসোসিয়েশন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সুশান্ত কুমার প্রামাণিক।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন আবুল কাশেম সানি, যুগ্মসচিব, বাংলাদেশ ডাউন সিনড্রোম এসোসিয়েশন।

জাতীয় পর্যায়ে দিবসটি পালনের পাশাপাশি সকল জেলা পর্যায়েও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিসবটি উদযাপন করা হয়।

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস

ভয়াল ২৫ মার্চ, জাতীয় গণহত্যা দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিন মধ্যরাতে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের পূর্বপরিকল্পিত অপারেশন সার্চলাইটের নীলনকশা অনুযায়ী আন্দোলনরত বাঙালিদের কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার ঘৃণ্য লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু করে ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরোচিত ও নিকৃষ্টতম গণহত্যা।

একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার দিনটি জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি দিয়ে দিবসটি এবারই প্রথমবারের মতো জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে মধ্যরাত থেকেই নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয়েছে।

১১ মার্চ জাতীয় সংসদে ২৫ মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস পালনের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে ২৫ মার্চকে 'গণহত্যা দিবস' ঘোষণা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে দিবসটি পালনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। দিবসটিকে 'ক' শ্রেণিভুক্ত দিবসে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করা হয়।

দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর মিনায়তনে আলোচনা সভা, দোয়া ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি।

উত্তাল মার্চ

যখন সুরুয ঢলে পড়ে সাঁঝের আকাশে ,
মৃত্যুর ভয়াল গন্ধ ভেসে আসে বাতাসে ।
চৌদিকে ছুটোছুটি শিশুসহ নারী-পুরুষ,
কারও তো ছিল না মনে একটু খানি হুশ ।
ভাই বলে চিরদিন শোষণ করেছে যারা ,
অসভ্য আচরণের প্রতিদান নিয়ে গেল তারা ।
নিখিলের এই ভুবনে স্রষ্টার অপূর্ব দান ,
সারা বিশ্বে আমজনতার মাঝে রয়েছে মান ।
২৫ মার্চ একাত্তর সেই অবিস্মরণীয় দিন ,
আমরা কি পারিব শুধিতে সেই রক্তের ঋণ ?

বাংলাদেশ সমাজসেবা কর্মচারী কল্যাণ সমিতির
চেয়ারম্যান মোঃ শাহ কামাল চৌধুরী

সতেরোর গল্প

গণিতে সতেরো শুধুই একটি সংখ্যা
ক্যালেন্ডারে শুধুই একটি দিন
এক ও সাতের বন্ধনে সতেরো হয়।
কিন্তু সতেরো শুধুই একটি সংখ্যা
অথবা একটি দিন নয়
সতেরো একটি বিস্ময়!
সতেরো মার্চ জন্মেছিল আমাদের
প্রিয় খোকা
যার কান্নার শব্দ ছুঁয়ে গেলো
ফসলের মাঠ থেকে দিগন্ত রেখা।
দিকে দিকে চমকালো খুশির বিদ্যুৎ
আকাশ ছেয়ে গেলো আতশবাজির জালে,
সাদা মেঘেরা উড়েগিয়ে চুমুখেলো
বলিষ্ঠ হিমালয়ের গালে।
মায়াবী মধুমতী সেও ঘোমটা খুলে
বেরিয়ে এলো
শুশুকের নৃত্য, ঢেউয়ের দোলায়
দু'কুল ছাপিয়ে গেলো।
এক আর সাত চলছিলো পাশাপাশি
সময়ের সাথে সাথে তারাও
মুখোমুখি দাঁড়াল
আমাদের প্রিয় খোকার মতন।
সতেরোতে জন্মনেয়া ছোট্ট খোকাটি
বড় হয়ে একাত্তর হলো।
সতেরোর সাত অংকটির দিকে তাকাও
কী বিনম্র ভঙ্গী তার
ও কিন্তু এমন ছিলোনা
ও ছিল বর্শার ফলার মতো
বাজপাখির দৃষ্টির মতো
তীক্ষ্ণ ধারালো।
এই জনপদ, আমাদের পূর্বপুরুষের
অসম্মান আর পরাধীনতার গানি
বইতে গিয়ে
সাতের আজ কুঞ্চিত শীর।
সতেরো মার্চ এলে
আমি সাতের চোখে মুখে
খুশির ঝিলিক দেখি
মাথা তুলে দাঁড়াবার সংকল্প দেখি।
সাত আর সতেরোতে রইলো না
সে একটি সাত মার্চ হলো।
আমাদের প্রিয় খোকার তর্জনীতে
বলিষ্ঠ কণ্ঠে
সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি পেলো।
সাত একদিন আরব্য ঘোড়ার মতো
মাথাতুলে দৌড় দিলো
রেসকোর্স ময়দানে।
সেকি গর্জন!
দুরন্ত ছুটেচলা, আর খুরের আঘাতে
একে একে বেরিয়ে এলো
পললচাপা শব্দমালা।
যে শব্দের পরতে পরতে ছিলো
সরষে ফুল আর শিমুল পলাশের
ধর্ষিত হওয়ার কথা
অনাদিকাল থেকে বুকে বাসাবাধা
রক্তিম জ্বালা।
সেই শব্দে তৈরি হলো একটি মহাকাব্য
আমরা পেলাম একজন মহাকবি -
শেখ মুজিব।

মোহাম্মদ আছাদুজ্জামান
সমাজসেবা অফিসার (প্রতিষ্ঠান)
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা

শেখ হাসিনার হাতটি ধরে পথের শিশু যাবে ঘরে

সম্পাদক : গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির, মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর। নির্বাহী সম্পাদক : সোমা ইউসুফ, গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা, সমাজসেবা অধিদফতর